১৩-০৪-১৯ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - যোগবলের দ্বারা তোমাদের এই লবণাক্ত চ্যানেলকে পার করে ঘরে যেতে হবে, তাই যেখানে যেতে হবে তার স্মরণ করো, এমনই খুশীতে থাকো যে আমরা এখনই ফকির থেকে আমীর (বড়লোক) হচ্ছি"

প্রশ্ন :- দৈবীগুণ এর সাবজেক্টের বিষয়ে যে সব বাচ্চাদের নজর রয়েছে, তাদের নিদর্শন কি ?

উত্তর :- তাদের বুদ্ধিতে থাকে - যেমন কর্ম আমরা করবো, আমাদের দেখে অন্যেও করবে । কখনোই কাউকে বিরক্ত করবে না । তাদের মুখ থেকে কখনোই উল্টোপাল্টা শব্দ নির্গত হবে না । তারা মন - বচন এবং কর্মে কখনোই কাউকে দুঃখ দেবে না । বাবার সমান সুখ দেওয়ার লক্ষ্য যদি থাকে তখনই বলা হবে দৈবী গুণের সাবজেক্টের প্রতি নজর আছে ।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চাদের আত্মাদের বাবা বোঝাচ্ছেন । তিনি তাদের স্মরণের যাত্রাও শেখাচ্ছেন । এই স্মরণের যাত্রার অর্থ বাচ্চারাই বুঝতে পারে । ভক্তিমার্গেও সবাই দেবতাদের এবং শিববাবাকেও স্মরণ করে কিন্তু এ কথা জানতও না যে, স্মরণের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হয় । বাচ্চারা জানে যে, বাবা হলেন পতিত পাবন, তিনিই পবিত্র হওয়ার যুক্তি বলে দেন । আত্মাকেই পবিত্র হতে হবে আবার আত্মাকেই পতিত হতে হবে । বাচ্চারা জানে যে, বাবা ভারতে এসেই স্মরণের যাত্রা শেখান আর কোথাও তিনি শেখাতে পারেন না । শরীরের যাত্রা তো বাচ্চারা অনেকই করেছে, এই যাত্রা কেবল এক বাবাই শেখাতে পারেন । বাচ্চারা, বাবা এখন তোমাদের বুঝিয়েছেন যে, মায়ার কারণে সকলের বুদ্ধিতেই অবুঝের তালা লেগে আছে । বাবার কাছে এখন তোমরা জানতে পেরেছো যে, আমরা কতো বুদ্ধিমান, ধনবান এবং পবিত্র ছিলাম । আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক ছিলাম । এখন আমরা আবার তেমন তৈরী হচ্ছি । বাবা আমাদের কতো বড় বেহদের বাদশাহী দেন । লৌকিক বাবা হয়তো লাখ বা কোটি টাকা দেন । এখানে তো মিষ্টি বেহদের বাবা বেহদের বাদশাহী দিতে এসেছেন, এই কারণেই তোমরা এখানে পড়তে এসেছো । তোমরা কার কাছে পড়তে এসেছো ? বেহদের বাবার কাছে । বাবা শব্দ মাম্মার থেকেও মিষ্টি । যদিও মাম্মা পালনা করেন কিন্তু বাবা তবুও বাবা, যাঁর থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার পাওয়া যায় । তোমরা সদা সুখী আর সদা সোহাগী (এয়োস্ত্রী) তৈরী হচ্ছ । বাবা আমাদের আবার নতুন করে কি বানাচ্ছেন ! এ কোনো নতুন কথা নয় । এমন গায়নও আছে যে, ভোরে আমীর ছিলাম, রাতে ফকির । তোমরাও ভোরে আমীর আর বেহদের রাতে ফকির হয়ে যাও । বাবা রোজ রোজ মনে করান - বাচ্চারা, কাল তো তোমরা বিশ্বের মালিক আমীর ছিলে, এখন তোমরা ফকির হয়ে গেছো । এখন আবার প্রভাত এলে তোমরা আমীর হয়ে যাও । এ কতো সহজ কথা । বাচ্চারা তোমাদের এই আমীর হওয়ার জন্য খুব খুশী হওয়া চাই । ব্রাহ্মণদের দিন আর ব্রাহ্মণদের রাত । এখন এই দিনে তোমরা আমীর হচ্ছো আর হবেও অবশ্যই কিন্তু তাও পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে । বাবা বলেন যে, এ হলো সেই লবণাক্ত চ্যানেল যা তোমরাই পার করো যোগবলের দ্বারা । যেখানেই যাও না কেন, তাঁর স্মরণ থাকা দরকার । আমাদের এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে । বাবা নিজেই এসেছেন আমাদের নিয়ে যেতে । তিনি খুব ভালোবেসে বোঝান - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরাই পবিত্র ছিলে, ৮৪ জন্ম নিতে নিতে তোমারাই পতিত হয়ে গেছো, আবার তোমাদের পবিত্র হতে হবে । পবিত্র হওয়ার অন্য আর কোনো উপায় নেই । তোমরা জানো যে, পতিত পাবন আসেন আর তোমরা তাঁর মতে চলে পবিত্র হও । বাচ্চারা তোমাদের অত্যন্ত খুশী হওয়া উচিত যে আমরা

এই পদ পাবো । বাবা বলেন, তোমরা ২১ জন্মের জন্য সদা সুখী হবে । বাবা দেন সুখধামের আশীর্বাদী বর্সা আর রাবণ দেয় দুঃখধামের আশীর্বাদী বর্সা । বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো যে রাবণ তোমাদের পুরানো শত্রু, যে তোমাদের পাঁচ বিকার রূপী খাঁচায় নিক্ষেপ করেছে । বাবা এসে তোমাদের মুক্ত করেন । যে যত বাবাকে স্মরণ করে ততোই সে অন্যদেরও বাবার পরিচয় দিতে পারে । যারা স্মরণ করে না, তারা দেহ - ভাবে থাকবে । তারা না বাবাকে স্মরণ করতে পারে আর না বাবার পরিচয় দিতে পারে । আমরা আত্মারা হলাম ভাই - ভাই, ঘর থেকে আমরা এখানে এসেছি ভিন্ন - ভিন্ন ভূমিকা পালন করার জন্য । এই সম্পূর্ণ অভিনয় কি করে হয়, সেও তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । যে সম্পূর্ণ নিশ্চিত, সেই এখানে এসে রিফ্রেশ হতে পারে । এ এমন কোনো পড়া নয় যে তোমাদের টিচারের সাথেই থাকতে হবে । তা নয়, তোমরা নিজের ঘরে থেকেও পড়তে পারো । এক সপ্তাহে ভালোভাবে বোঝো তোমরা তারপর কাউকে এক মাস বাদে, কাউকে ছয় মাস বাদে কাউকে আবার বারো মাস বাদে নিয়ে আসে । বাবা বলেন, নিশ্চিত হলো আর চলে গেলো ।

তোমাদের রাখীও বাঁধতে হবে যে আমরা বিকারে যাবো না । আমরা শিববাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করি । শিববাবাই বলেন - বাচ্চারা, তোমাদের অবশ্যই নির্বিকারী হতে হবে । বিকারে যদি যাও তাহলে উপার্জন নষ্ট হয়ে যাবে, শত গুণ দণ্ড ভোগ করতে হবে । ৬৩ জন্ম তোমরা ধাক্কা খেয়েছো । এখন বাবা বলছেন, তোমরা পবিত্র হও । আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের পাপ ভস্ম হয়ে যাবে । আত্মা হলো ভাই - ভাই । তোমরা কারোর নাম রূপে আটকে যাবে না । কেউ যদি রেগুলার পড়া না করে তাহলে তাকে শীঘ্র আনার দরকার নেই । যদিও বাবা বলেন, একদিনেও তীর লাগতে পারে কিন্তু বুদ্ধির দ্বারা কাজ করতে হবে । তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে সবার থেকে উত্তম । এ হলো তোমাদের সবথেকে উচ্চ কুল । ওখানে কোনো সত্সঙ্গ ইত্যাদি হয় না । সত্সঙ্গ ভক্তিমার্গে হয় । তোমরা জানো যে সৎএর সঙ্গ উদ্ধার করে, সৎএর সঙ্গ তখনই মেলে যখন সত্যযুগের স্থাপনা হওয়ার হয় । এ কথা কারোর বুদ্ধিতেই আসে না কারণ বুদ্ধির তালা বন্ধ হয়ে আছে । এখন তোমাদের সত্যযুগে যেতে হবে । এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগেই হলো সত্ এর সঙ্গ । ওই গুরুরা তো সঙ্গম যুগের নন । বাবা যখন আসেন তখন পুত্র - পুত্র বলে ডাকতে থাকেন । ওই গুরুদের তোমরা বাবা বলবেই না । বুদ্ধিতে একদম গোদরেজের তালা লেগে আছে । বাবা এসে এই তালা খোলেন । বাবা এসে কতো যুক্তির রচনা করেন যাতে মানুষ হীরে তুল্য জীবন তৈরী করতে পারে । ম্যাগাজিন, বই ইত্যাদিও ছাপানো হয় । অনেকের কল্যাণ হলেই তোমরা অনেকের আশীর্বাদ পাবে । প্রজা বানানোর পুরুষার্থ করা উচিত । নিজেদের বন্ধন থেকে মুক্ত করারও প্রয়োজন । শরীর নির্বাহের কারণে সেবা তো অবশ্যই করতে হবে । এই ঈশ্বরীয় সেবা হয় ভোরবেলা আর সন্ধ্যাবেলা । ওই সময় সকলেরই অবসর আছে, যাদের কাছে তোমরা লৌকিক সেবা করো তাদেরও পরিচয় দিতে থাকো যে, তোমাদের দুজন বাবা । লৌকিক বাবা সকলের আলাদা । পারলৌকিক বাবা সকলের একজনই । তিনি হলেন সুপ্রীম । বাবা বলেন যে, এখানে আমারও পার্ট আছে । এখন বাচ্চারা, তোমরা আমার পরিচয় জেনে গেছো । আত্মাকেও তোমরা জেনে গেছো । আত্মার জন্য বলা হয়, ভ্রুকুটির মধ্যে ঝলমলে এক অদ্ভুত তারা । সে অকাল সিংহাসনে বিরাজিত । আত্মাকে কখনোই কাল গ্রাস করতে পারে না । আত্মা কেবল অস্বচ্ছ এবং স্বচ্ছ হয় । আত্মার আসনও ভ্রুকুটির মধ্যেই শোভা পায় । তিলকও এখানেই দেওয়া হয় । বাবা বলেন যে তোমরা নিজেরাই নিজেদের রাজ তিলক দেওয়ার উপযুক্ত বানাও । এমন নয় যে আমি সবাইকেই রাজ তিলক দেবো । তোমরা নিজেদেরই দেওয়াও । বাবা জানেন যে - কে বেশী সেবা করে । ম্যাগাজিনেও খুব ভালোভাবে লেখা চাই । এর সাথে সাথে যোগের পরিশ্রমও করতে হবে, যাতে

তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয় । দিনে দিনে তোমরা খুব ভালো রাজযোগী হয়ে যাবে । তোমরা বুঝতে পারবে এখন আমাদের দেহত্যাগ হবে আর আমরা চলে যাবো । সূক্ষ্ম বতন পর্যন্ত বাচ্চারা তো যায়ই, মূলবতনকেও তারা খুব ভালোভাবে জানে যে এ হলো আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের ঘর । মানুষ শান্তিধামে যাওয়ার জন্যই ভক্তি করে । সুখধামের কথা তো ওরা জানেই না । বাবা ছাড়া তো কেউই সুখধামে যাওয়ার শিক্ষা দিতে পারেন না । এ হলো প্রবৃত্তি মার্গ । উভয়কেই মুক্তিধামে যেতে হবে । ওরা উল্টো পথ বলে দেয় , ফলে কেউই যেতে পারে না । পরের দিকে বাবাই সবাইকে নিয়ে যাবেন । এ হলো তাঁরই কর্তব্য । কেউ কেউ খুব ভালোভাবে পড়ে রাজ্য - ভাগ্য গড়ে নেয় । বাদবাকি সবাই কিভাবে পড়বে ? তারা যেভাবে নম্বর অনুসারে আসে তেমনি নম্বর অনুসারেই চলেও যাবে । এই বিষয়ে বেশী সময় নষ্ট করো না ।

বলা হয়, বাবাকে স্মরণ করার সময়ও পাওয়া যায় না তাহলে তোমরা এই সময় কেন নষ্ট করো । এ তো নিশ্চিত যে, বেহদের বাবা, তিনি টিচার আবার সদ্গুরুও । এরপর দ্বিতীয় অন্য কাউকে স্মরণ করার প্রয়োজন নেই । তোমরা জানো যে আগের কল্পেও এই শ্রীমতে চলে আমরা পবিত্র হয়েছিলাম । তোমরা প্রতি মুহূর্তে চক্র ঘোরাতে থাকো । তোমাদের নামই হলো স্বদর্শন চক্রধারী । রকেটের মতো জ্ঞানের সাগরের থেকে জ্ঞান ভরতে তোমাদের দেরী হয় না, খালি হতেই দেরী লাগে । তোমরা হলে মিষ্টি হারানিধি বাচ্চা কেননা তোমরা কল্পের শেষে এসে মিলিত হয়েছো । এই নিশ্চয়তা পাক্কা হওয়া চাই । আমরা ৮৪ জন্মের পরে আবার এসে বাবার সঙ্গে মিলিত হয়েছি ।বাবা বলেন, যে সবার প্রথমে ভক্তি করেছে সেই প্রথমে জ্ঞান ধারণের যোগ্যও হয়েছে, কেননা ভক্তির ফল তো চাই । তাই সর্বদা নিজের সেই ফল আর অবিনাশী উত্তরাধিকার স্মরণ করতে থাকো । ফল শব্দটি হলো ভক্তিমার্গের । অবিনাশী উত্তরাধিকার হলো সঠিক । অসীম জগতের বাবাকে স্মরণ করলে অবিনাশী উত্তরাধিকার পাওয়া যায় আর অন্য কোনো উপায় নেই । ভারতের প্রাচীন যোগ হলো বিখ্যাত । ওরা মনে করে, আমরা ভারতের প্রাচীন যোগ শিখছি । বাবা বোঝান যে, ড্রামা অনুসারে ওরা হঠযোগী হয়ে যায় । তোমরা এখন রাজযোগ শিখছো, কেননা এ হলো সঙ্গমযুগ । ওদের ধর্ম আলাদা । বাস্তবে ওদের গুরু করা উচিত নয় কিন্তু এও ড্রামা অনুসারে ওদের অবশ্যই গুরু করবে । বাচ্চারা, তোমাদের এখন সঠিক হতে হবে । ধর্মের মধ্যেই শক্তি আছে । তোমাদের আমি যে দেবী - দেবতা বানাই, এই ধর্ম খুবই সুখ প্রদানকারী । আমার শক্তিও তারাই পায়, যারা আমার সঙ্গে যোগযুক্ত হয় । তাই বাবা নিজে যে ধর্ম স্থাপন করেন, তাতে অনেক শক্তি । তোমরা সকলেই এই বিশ্বের মালিক হও । বাবা এই ধর্মের অনেক মহিমা করেন যে এতে অনেক শক্তি । সর্বশক্তিমান বাবার থেকে এই শক্তি অনেকেই পায় । বাস্তবে শক্তি সবাই পায় কিন্তু নম্বর অনুসারে । তোমাদের যত শক্তি চাই ততোই বাবার থেকে নিতে পারো এরপর তোমাদের দৈবী গুণের সাবজেক্টও চাই । তোমরা কাউকেই বিরক্ত কোরো না বা দুঃখ দিও না । ইনি (ব্রহ্মা বাবা) কখনোই কাউকে উল্টোপাল্টা কথা বলতেন না । তিনি জানতেন, আমি যেমন কর্ম করবো, আমাকে দেখে অন্যেরাও তাই করবে । আসুরী গুণ থেকে দৈব গুণে আসতে হবে । দেখতে হবে, আমি কাউকে দুঃখ দিচ্ছি না তো ? এমন কেউই নেই, যে কাউকে দুঃখ দেয় না । কিছু না কিছু ভুল অবশ্যই হয়ে যায় । মন - বচন এবং কর্মে কাউকেই দুঃখ দেবে না, এমন অবস্থা তো অন্তিম সময়ে আসবে । এইসময় আমরা পুরুষার্থী অবস্থায় আছি । প্রতিটা বিষয় পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে হয় । সবাই সুখের জন্যই পুরুষার্থ করে কিন্তু বাবা ছাড়া কেউই সুখের দান দিতে পারে না । সোমনাথের মন্দিরে কতো হীরে - জহরত ছিলো । ওইসব কোথা থেকে এসেছিলো, মানুষ কিভাবে বিত্তবান হয়েছিলো । সারাদিন এই পড়ার মন্থনে থাকতে হবে । গৃহস্থ

জীবনে থেকে কমল পুষ্পের ন্যায় পবিত্র হতে হবে । তোমরা এমন পুরুষার্থই করেছো তাই তো মালা তৈরী হয়েছে । কল্পে কল্পে তা তৈরী হয় । মালা কার স্মরণিক – তাও তোমরা জানো । ওরা তো মালা জপ করেই অনেক আনন্দিত হয় । ভক্তিতে কি হয় আর জ্ঞানে কি হয় – এও তোমরা জানো । তোমরা যে কোনো মানুষকেই বুঝিয়ে বলতে পারো । পুরুষার্থ করতে করতে অবশেষে পূর্ব কল্পের মতো রেজাল্ট সামনে আসবে । প্রত্যেকেই নিজেকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে । তোমরা বুঝতে পারো যে আমাদের এরকম হতে হবে । পুরুষার্থের মার্জিন পাওয়া গেছে । পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে বাবাও তোমাদের স্বাগত জানান । তোমরা, বাচ্চারা যেভাবে বাবাকে স্বাগত জানাও তার থেকে বেশী বাবা তোমাদের স্বাগত জানান ।
বাবার কাজই হলো তোমাদের স্বাগত জানানো । স্বাগতের অর্থ হলো সদ্গতি । এ হলো সবথেকে উচ্চ স্বাগত । বাবা তোমাদের সকলকে স্বাগত করতে আসেন । আচ্ছা ।

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা, বাপদাদার স্নেহ – সুমন, স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) অনেকের আশীর্বাদ প্রাপ্ত করার জন্য কল্যাণকারী হতে হবে । শরীর নির্বাহ করার কারণে কর্ম করেও নিজেকে বন্ধন মুক্ত করে সকাল – সন্ধ্যা অবশ্যই ঈশ্বরীয় সেবা করতে হবে ।

২) অন্য বিষয়ে নিজের সময় নষ্ট না করে বাবাকে স্মরণ করে শক্তি অর্জন করতে হবে । সৎ-এর সঙ্গেও থাকতে হবে । মন – বচন এবং কর্মে সকলকে সুখ প্রদান করার পুরুষার্থ করতে হবে ।

বরদান :-- সীমিত ইচ্ছা গুলিকে ত্যাগ করে সুন্দর (ভালো) হয়ে "ইচ্ছা মাত্র অবিদ্যা" ভব

মনে যদি সীমিত সামান্য ইচ্ছাও থাকে তাহলে ভালো হতে দেবে না । যেমন রোদে চলতে থাকলে ছায়া সামনে যায়, তাকে যদি ধরার চেষ্টা করো তাহলে ধরতে পারবে না, আবার রোদের দিকে পিছন করে যদি চলো তাহলে সেই ছায়া পিছনে পিছনে চলবে । তেমনই ইচ্ছা আকৃষ্ট করে কাঁদায়, তাই তাকে যদি ত্যাগ করো তো পিছনে – পিছনে আসবে । চাওয়ার ইচ্ছা থাকলে কখনোই সম্পন্ন হওয়া যায় না । সীমিত কোনোরকম ইচ্ছার পিছনে দৌঁড়ানো হলো মৃগতৃষ্ণার সমান । এর থেকে সদা নিজেকে রক্ষা করো, তাহলেই "ইচ্ছা মাত্র অবিদ্যা" হতে পারবে ।

স্লোগান :-- নিজের শ্রেষ্ঠ কর্ম এবং শ্রেষ্ঠ আচার আচরণের দ্বারা যদি শুভেচ্ছা জমা করে নাও তাহলে পাহাড় প্রমাণ সমস্যাও তূলোর মতো অনুভব হবে ।